মানবিক করোনাযোদ্ধা কুষ্টিয়ার আসাদুল ইসলাম

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস সংক্রমণের শুরু থেকে পজিটিভ রোগীদের সেবা দিয়ে করোনার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে লড়াই করে যাওয়া এক যুবকের নাম মো. আসাদুল ইসলাম।

কুষ্টিয়ায় গড়ে ওঠা বেসরকারি স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র ‘সনো হসপিটাল’র সিনিয়র ব্রাদার পোস্ট হিসেবে দীর্ঘ ৭ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

আসাদুল ইসলাম করোনাকালীন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় করোনা রোগীদের চিকিৎসা ওষধ পথ্য সেবা দিয়ে এসেছেন। চিকিৎসকের নির্দেশে এসব রোগীদের সেবা সুশ্রুষার জন্য এ পর্যন্ত ৭৫ জন রোগীদের সেবা দিয়েছেন তিনি। তারা সবাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

এ কাজে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে, তারপরেও তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মানুষের সেবায়। এখন পর্যন্ত সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

তিনি বলেন, আমি মানুষের সেবায় কাজ করে আসছি দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু এই করোনাকালীন সময়ে করোনা পজিটিভ মানুষকে সেবা করার মতো কঠিনতম কাজও আমি করেছি। আর এই কাজের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলো কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের কার্ডিয়াক বিভাগের চিকিৎসক ডা. নাসিমুল বারী বাপ্পী ও কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের জ্যেষ্ঠ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এসএম মুসা কবির। কোন কিছু পাওয়ার আশায় নয়, একেবারেই মানবিকতার বোধ থেকে আমি তাদের পাশে ছিলাম। সুস্থ করার জন্য দায়িত্ব পালন করেছি। তাদের সেবা করার চেষ্টা করেছি এবং ভবিষ্যতেও সেবা করবো।

সরাসরি করোনা রোগীর সেবার ব্যাপারে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, করোনায় আক্রান্ত হলে মানুষ যে কতটা অসহায় হয়ে পড়ে তার নির্মম উদাহরণ ছিলাম আমি। আমার নিজেরও করোনা হয়েছিলো। তখন আমার প্রতিবেশী আমার সাথে খুব খারাপ আচরণ করেন। সেসময় আমি ছাদে পোষাক নাড়তে গেলে আমাকে নিষেধ করা হতো। আমাকে বন্দী থাকতে বলা হতো।

পরে আমি সুস্থ হয়ে এই করোনা রোগীদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলাম। কুষ্টিয়ার অনেক করোনায় আক্রান্ত অসুস্থ রোগীর বাসায়

গিয়ে হোম সার্ভিস দিতাম। রোগীদেরে বাসায় গিয়ে দেখভাল করা, ওষধ খাওয়ানো, অক্সিজেন দেওয়া, অক্সিমিটার দিয়ে অক্সিজের মাপা, তাপমাত্রা মাপা, খাবার দেওয়া, শরীরে ইনজেকশন পুশ করাসহ সার্বিক খোঁজখবর নেওয়া দায়িত্ব ছিলো আমার।

এসব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দেখতাম সেসব করোনা রোগীরা কত অসহায়। পরিবার পরিজনরা কাছে আসতে চায় না। দূরে দূরে থাকে। খাবার দিতে চায় না। ওয়ান টাইম প্লেটে ও গ্লাসে পানি পান করতে দিতো তাদের। এসব আমাকে কষ্ট দেয়। আমি মানুষ হয়ে যদি মানুষের উপকারে না আসি তাহলে কিসের মানুষ?-যোগ করেন।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে কুষ্টিয়া শহরের ব্যবাসায়ী বাবু অজয় সুরেকা বলেন, করোনার সময়ে মানুষের চিকিৎসা সেবা দিতে ভয় পাচ্ছিলেন অনেক চিকিৎসক। সেখানে আসাদুল সত্যি তার মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। আমি নিজেও আক্রান্ত ছিলাম। খুব ভয় পেয়েছিলাম সেসময়। তিনিই আমার পাশে এসেছিলেন। আমার ওষধ থেকে শুরু করে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আমাকে সেবা সহযোগিতা করেছে। এতে করে তার কোন বিশেষ চাহিদাও ছিলো না।

নারী বাতায়নের সভাপতি সাফিনা আনজুম জনী বলেন, আমরা করোনাকালীন সময়ে ফাইন্ড এ ফরচুন ও নারী বাতায়ন সংগঠনের মাধ্যমে আমাদের কার্যক্রম করতে গিয়েও করোনা রোগীদের সেবার জন্য এই আসাদুল ইসলামের সবর উপস্থিতি দেখতে পেয়েছি। তিনি নিজেই ছুটে গেছেন জেলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় করোনার রোগীদের বাড়ি বাড়ি সেবা করার জন্য। সত্যি সে মানবিক কাজ করেছেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের জ্যেষ্ঠ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এসএম মুসা কবির বলেন, সত্যি আসাদুল ইসলাম ব্রাদার হলেও তিনি এ করোনাকালীন সময়ে অনেক রোগীকে সেবা করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় মৃত্যু

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

শুক্রবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদফতর এক বুলেটিনে দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতির সর্বশেষ এ তথ্য জানিয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন শনাক্ত ৪০৬ জনকে নিয়ে দেশে আক্রান্তে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৪২ হাজার ৬৭৪ জন। আরও আটজনের মৃত্যুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮ হাজার ৩৩৭ হয়েছে।

গত একদিনে বাসা ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ৫৩৬ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এ নিয়ে সুস্থ রোগীর মোট সংখ্যা বেড়ে ৪ লাখ ৯০ হাজার ৪৬৮ জন হয়েছে।

দেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়েছিল গত ৮ মার্চ। এর ১০ দিনের মাথায় ১৮ মার্চ প্রথম মৃত্যুর খবর আসে।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনে করোনাভাইরাসের উপদ্রব শুরু হয়। এটি বর্তমানে বিশ্বের ২১৩ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। ১১ মার্চ করোনাকে বৈশ্বিক মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

কানাডায় করোনার নতুন ধরণ ঠেকাতে কঠোর পদক্ষেপ

করোনা মহামারীর শুরু থেকেই কানাডা সরকার দেশটির নাগরিকদের সুস্বাস্থ্য এবং করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। টিকা প্রদানের পাশাপাশি বিদেশ ফেরত যাত্রীদের সরকার নির্ধারিত হোটেলে তিন দিনের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে তা কার্যকর হবে বলে জানা গেছে।

এই লক্ষ্যে কানাডা ফেডারেল সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। চারটি বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় কোয়ারেন্টিনের জন্য হোটেল নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোভিডের তৃতীয় ওয়েভ এবং নতুন ভ্যারিয়েন্ট ঠেকাতে কানাডা সরকার এই কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে।

নতুন পদক্ষেপের আওতায় শুধুমাত্র চারটি বিমান বন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট উঠানামা করবে। টরন্টো, মন্ট্রিয়েল, ভ্যাঙ্কুভার এবং

ক্যালগেরি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যাত্রীদের বিমান বন্দরে বাধ্যতামূলক কোভিড টেষ্ট করাতে হবে। টেষ্টের ফলাফলের জন্য অপেক্ষার তিন দিন সরকার নির্ধারিত হোটেলে নিজ খরচে অবস্থান করতে হবে। তিন দিনে জনপ্রতি ন্যূনতম দুই হাজার ডলার করে খরচ হবে বলে ফেডারেল সরকার জানিয়েছে।
সিবিসির ‘রোজম্যারি বার্টন লাইভ’ অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা মন্ত্রী বিল ব্লোয়ার বলেন, ‘অন্যদেশ থেকে আসা যাত্রীদের সঙ্গে কোভিড নেগেটিভ সার্টিফিকেট থাকলেও কানাডায় এসে বিমানবন্দরে আবার টেষ্ট করতে হবে। কোভিডের টিকা নিয়েছেন তাদের জন্যও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

কলামিস্ট, উন্নয়ন গবেষক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষক মোঃ মাহমুদ হাসান বলেন, ‘কোভিড কালের শুরু থেকেই জননিরাপত্তা সব সময়ই কানাডা সরকারের অগ্রাধিকার ছিল। জনস্বার্থেই সরকার ভ্রমণকে নিরুৎসাহিত করতে, স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশিত নিয়ম অনুসরণ করছে। কানাডার সচেতন জনগোষ্ঠী এমন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাবে বলেই মনে করি।’

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, কানাডায় করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৮ লাখ ২৬ হাজার ৯ শত ২৪ জন, মৃত্যুবরণ করেছেন ২১ হাজার ৩শ’ ১১ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ৬৯ হাজার ৯ শ’ ২৯ জন।

ঝিনাইদহে করোনার ভ্যাকসিন পৌছেছে

ঝিনাইদহে প্রথম ধাপে ৬০ হাজার ডোজ করোনার ভ্যাকসিন পৌছেছে। শুক্রবার দুপুরে বেক্সিমকো কোম্পানীর ফ্রিজার ভ্যান যোগে ভ্যাকসিন পৌঁছায়। সিভিল সার্জনের কার্যালয় চত্বরে এ ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম। এসময় জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ ও ঔষধ প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সিভিল সার্জন বলেন, প্রথম ধাপে ৫ টি কার্টুনে ৬০ হাজার ডোজ ভ্যাকসিন বুঝে নেওয়া হয়েছে। এটি ইপিআই ভবনের স্টোর রুমে রাখা

হয়েছে। আগামী ১ এবং ২ ফেব্রুয়ারি সিভিল সার্জন অফিসে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পরবর্তীতে প্রশিক্ষকবৃন্দ উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদাণ করবেন। আশা করছি আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকারভুক্ত উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ শুরু হবে।

১৪ ফেব্রুয়ারির আগে খুলছে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। শুক্রবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি বাড়ানোর এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

সেখানে বলা হয়, “শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে আলোচনা করে ছুটি বাড়ানোর সিদ্ধান্তের কথা জানান। ছুটি চলাকালে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান থাকবে।”

বাংলাদেশে করোনাভাইসের প্রকোপ বাড়তে শুরু করলে গত ১৭ মার্চ থেকে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। কওমি মাদ্রাসা বাদে অন্যসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা ছিল।

পোড়াদহ রেলওয়ে জংশনে যাত্রীদের মাঝে মাস্ক বিতরণ

কুষ্টিয়ার পোড়াদহ রেলওয়ে জংশন স্টেশনে যাত্রী সাধারণের মাঝে ফ্রি মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সাফ’র আয়োজনে এসব মাস্ক বিতরণ করা হয়।

মাস্ক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পোড়াদহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার জসিম উদ্দিন।

সাফ’র নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সহকারী স্টেশন মাস্টার তাওলাদ হোসেন, আরএনবি এর হাবিলদার আতিকুর রহমান, এএসআই সাইফুল ইসলাম। সাফ’র নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক জানান, “প্রতিরোধ নিরাময়ের চেয়ে ভালো” বাহিরে যখনই যাই, মাস্ক যেন ব্যবহার করি সবাই এ সেø◌াগানকে সামনে রেখে পোড়াদহ জংশনের চারটা প্লাটফরমে অবস্থানরত যাত্রী সাধারণ ও পথচারীদের মাঝে পাঁচ শতাধিক মাস্ক বিতরণ করা হয়।

‘টিকা আসার আগেই লুটপাটের মিথ্যা কলের গান বাজিয়ে যাচ্ছে বিএনপি’ করোনার টিকা দেশে আসার আগেই বিএনপি লুটপাটের মিথ্যা অভিযোগের কলের গান অবিরাম বাজিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের তার সরকারি বাসভবন থেকে ভার্চুয়ালি এই অনুষ্ঠানে যুক্ত হন।

তিনি বলেন, করোনার টিকা নিয়ে বিএনপি আবারও অপপ্রচার শুরু করেছে। জনকল্যাণে নিবেদিত সরকারের যেকোনো প্রশংসনীয় উদ্যোগকে বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ করা তাদের অপরাজনীতির অংশ। তারা টিকা আসার আগেই লুটপাটের মিথ্যা অভিযোগের কলের গান অবিরাম বাজিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, আমরা বলতে চাই, বিএনপি নামক গুজব পার্টির অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টিকা সংগ্রহ ও টিকা

প্রদান কাজ স্বচ্ছতা এবং সফলতার সঙ্গে শেষ হবে ইনশাআল্লাহ।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের নেতাদের উদ্দেশে ওবায়দুল কাদের বলেন, প্রতিটি ওয়ার্ড, থানায় সম্মেলন করতে হবে। সম্মেলন করতে গিয়ে অতীত থেকে শিক্ষা নিতে হবে। পকেট কমিটি কোনোভাবেই করা যাবে না, দলের ত্যাগী নেতাদের কমিটিতে সুযোগ করে দিতে হবে।

পরে অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখা আওয়ামী লীগের নেতারা।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নাফির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির, দফতর সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম রিয়াজ প্রমুখ।

শাহজালাল বিমানবন্দর হবে দক্ষিণ এশিয়ার কেন্দ্রবিন্দু

বাংলাদেশকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিমান পরিবহনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তুলতে নির্মাণ করা হচ্ছে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত সাড়ে ২১ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের এই টার্মিনালে আন্তর্জাতিক মানের সব সেবা পাবেন যাত্রীরা। এরই মধ্যে শেষ হয়েছে ১০ শতাংশ কাজ।

বিশ্বের শীর্ষ ১০ বিমানবন্দরের মধ্যে সবচেয়ে সেরা সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি বিমানবন্দর। সাগরের কোলঘেঁষে নান্দনিক শৈলীতে নির্মিত এই বিমানবন্দরটি আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা ও সেবা দিয়ে প্রথম স্থান ধরে রেখেছে টানা ৮ বছর।

ভৌগোলিকভাবে আকাশপথে যোগাযোগে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকায় এই সুযোগ লুফে নিতে চায় বাংলাদেশ। চাঙ্গি বিমানবন্দরের মতো আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জন্য নির্মাণ হচ্ছে তৃতীয় টার্মিনাল।

বিমানবন্দরের দক্ষিণ-পূর্ব পাশে সাড়ে তিন হাজার একর জমির ওপর দেড় হাজার শ্রমিকের শ্রমে দ্রুতগতিতে চলছে এই মেগা প্রকল্পের কাজ। পদ্ম ফুলের আদলে করা এই টার্মিনালের নকশাও করেছেন সিঙ্গাপুরের সিপিজি করপোরেশন লিমিটেডের খ্যাতিমান স্থপতি রোহানি বাহারিন।

আন্তর্জাতিক মানের এই টার্মিনালে প্রথম ধাপে থাকবে ১২টি বোডিং ব্রিজ। এখন যেখানে আছে আটটি। ১৬টি লাগেজ বেল্ট, বহুতল কার পার্কিং, উড়োজাহাজ রাখার ৩৫টি পার্কিং বে ও আমদনি-রফতানির জন্য পৃথক কার্গো ভিলেজসহ ছাড়াও দ্বিতীয় ধাপে নির্মাণ করা হবে আরেকটি রানওয়ে। শিগগির শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অত্যাধুনিক এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও রাডার বসবে।

কর্তৃপক্ষের প্রত্যাশা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত ততৃীয় টার্মিনাল চালু হলে পাল্টে যাবে শাহজালাল বিমানবন্দরের চেহারা।

ভৌগোলিক কারণে সময় ও খরচ লাগায় শুধু উত্তর-দক্ষিণ নয় পূর্ব-পশ্চিমের দেশগুলোর বিমান ওঠানামার কেন্দ্র হয়ে উঠবে এ বিমানবন্দর।

সিভিল অ্যাভিয়েশন সদস্য ফ্লাইট স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড রেগুরেশনের গ্রুপ ক্যাপ্টেন চৌধুরী জিয়াউল কবির বলেন, প্যাসেঞ্জার যখন যাতায়াত করবেন, তিনি একটু কম খরচে যাতায়াত করতে চাইবেন, ভালো কানেক্টিভিটি চাইবেন। আমাদের ইস্ট-ওয়েস্ট এবং নর্থ-সাউথে কানেক্টিভিটিতে কম সময় লাগবে।

৫৩টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের আকাশ সেবা চুক্তি থাকলেও বর্তমানে ২৩টি দেশের সঙ্গে সরাসরি ফ্লাইট চলে। তৃতীয় টর্মিনাল চালু হলে শাহজালাল বিমানবন্দর দিয়ে বছরে দুই কোটি যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন। আর প্রায় আড়াই লাখ বিমান ওঠানামা করবে এই বিমানবন্দরে।

করোনার ভ্যাকসিন পেল বাংলাদেশ

কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন হাতে পেল বাংলাদেশ। ভারত থেকে চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে পাঠানো ১৭ লাখ ৯৯ হাজার ২৬২ ডোজ অক্সফোর্ড-

অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিন এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিশেষ ফ্লাইট ঢাকায় এসে পৌছেছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ১৭ মিনিটে এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ ফ্লাইটটি রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায়। দুপুরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ভ্যাকসিন হস্তান্তর করা হবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের কাছে ভারতের রাষ্ট্রদূত বিক্রম দোরাইস্বামীর এসব টিকা তুলে দেওয়ার কথা রয়েছে।

এর আগে বৃহস্পতিবার এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ ফ্লাইট ভারতের মুম্বাই থেকে স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৮টায় রওনা দেয়। সকাল ১০টা ১২ মিনিটে ভারতীয় হাইকমিশনের ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়। সেখানে ভ্যাকসিনসহ একটি উড়োজাহাজের ছবি দিয়ে বলা হয়, গন্তব্য বাংলাদেশে! ভারতে তৈরি কোভিডের চালান বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে!

বাংলাদেশ সরকারিভাবেও ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে আরও ৩ কোটি ডোজ টিকা কিনছে, যার প্রথম চালানে ৫০ লাখ ডোজ টিকা ২৫ জানুয়ারির মধ্যে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর বাইরে সঙ্কটে প্রতিবেশী দেশকে চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে প্রায় ১৮ লাখ টিকা দিয়েছে ভারত।

বাংলাদেশ ছাড়াও আরও কয়েকটি দেশকে কোভিড-১৯ টিকা উপহার দিচ্ছে ভারত। দেশগুলো হলো: মালদ্বীপ, ভুটান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও মরিশাস।

২৫ বা ২৬ জানুয়ারি আসবে ক্রয়চুক্তির ৩ কোটি ডোজের প্রথম চালানের ৫০ লাখ ডোজ। ২৭ জানুয়ারি কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে দেশের বিভিন্ন পেশার ২০ থেকে ২৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে টিকা দিয়ে এ কর্মসূচি শুরু হতে পারে। এটি উদ্বোধন করবেন প্রথানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

পরে কুর্মিটোলাসহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে ৪ থেকে ৫শ স্বাস্থ্য কর্মীকে ‘ড্রাই রান’ হিসাবে টিকা দেয়া হবে। আর সব ঠিক থাকলে ৮ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে একযোগে শুরু হবে টিকাদান কার্যক্রম। বুধবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. আবদুল মান্নান এসব তথ্য জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. আবদুল মান্নান জানান, অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিন যারা গ্রহণ করেছেন তাদের শারীরিকভাবে বড় কোনো সমস্যা এখনো দেখা দেয়নি। তবে ভ্যাকসিন পরবর্তী কারও শরীরে কোনো ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া ভ্যাকসিন গ্রহণকারী সবাইকেই টেলি মেডিসিন সেবা দেওয়ার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। ১৬২৬৩ নম্বরে ফোন করে এসব সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। তিনি বলেন, পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ের প্রথম ধাপে দেশের মোট জনসংখ্যার ৮ দশমিক ৬৮ শতাংশ অর্থাৎ ১ কোটি ৫০ লাখ মানুষকে টিকা দেওয়া হবে। সব মিলিয়ে দেশের ৮ কোটি মানুষকে টিকা দেয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

দেশের ৩৭ ভাগ শিশু। যাদের বয়স ১৮ বছরের নিচে। তারা কেউ টিকা পাবেন না। যাদের ক্যান্সার আছে বা যারা ক্যান্সারের ওষুধ খেয়ে থাকেন, অথবা যারা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ নিয়ে থাকেন তারা ভ্যাকসিন নিতে পারবেন না। এছাড়া যার বর্তমানে কোভিডে আক্রান্ত তারাও টিকা গ্রহণ করতে পারবেন না।